বর্ধমানে খাদ্যমন্ত্রীকে নিয়ে বিস্ফোরক বিধায়ক

বিপুন ভট্টাচার্য, বর্ধমান : রবিবার বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে বর্ধমান জেলা রাইস মিলস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক খোকন দাস বনাম রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বক্তব্য পালটা বক্তব্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস বলেন, 'অনেক বছর ধরে শুনছি সব রাইস মিল ধুঁকছে। বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। তাই এদের সব সমস্যা শুনতে হবে। এসব রাইস মিলকে বাঁচাতে হবে।' মঞ্চে আসীন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'প্রদীপদার কাছে আবেদন করছি রাইস মিলারদের নিয়ে বসুন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বসিয়ে দিন। আমার ক্ষমতা থাকলে রাইস মিলারদের মুখ্যমন্ত্রীর সামনে হাজির করতাম। আমার বিশ্বাস, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাইস মিলাররা তাঁদের সব সমস্যা তুলে ধরলে তিনি তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেবেনই। বর্ধমানের অর্থনীতিকে বাঁচাতে, সব রাইস মিলকে বাঁচাতেই হবে। এই সভায় রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষেরও আসার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আসেননি। খাদ্যমন্ত্রী কোথাও যান না। এমনকী যাব বলেও যান না। যেদিন তাঁর কোথাও যাওয়ার কথা থাকে সেদিন সকাল থেকেই তিনি ফোন বন্ধ করে বসে থাকেন। অথচ এই রাইস মিলারদের সভার বিষয়টি তাঁর দফতরের অধীনেই পড়ে। তাঁর আসা উচিত ছিল।' এরপরই খোকন দাস এই সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মালেককে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'এরপর থেকে খাদ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানোর আগে ভেবে নেবেন। ভালো করে নিশ্চিত হয়েই কার্ডে তাঁর নাম ছাপাবেন।' এদিকে, গোটা সংস্কৃতি লোকমঞ্চে খোদ রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের সামনেই বিধায়ক খোকন দাসের এই মন্তব্যকে ঘিরে গুঞ্জন আর চর্চা শুরু হয়ে যায়।

এরপর পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার খোকনের বক্তব্যকে খণ্ডন করে বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি না সব রাইস মিল ধুঁকছে, বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলাতেই নতুন করে আরো ২৫টি মিল তৈরি হচ্ছে। এর থেকেই বোঝা যায় ওইসব রাইস মিল ধুঁকছে না, বন্ধও হয়ে যেতে বসছে না। তবে এটা ঠিক আগের মতো আর লাভ হচ্ছে না। খাদ্যমন্ত্রী হয়তো কোনো কাজে আটকে গেছেন, কিংবা ব্যস্ত আছেন বলে আসেননি। তার মানে এই নয় যে তিনি কোনো মিটিংয়েই যান না। খোকন কেন এরকম বলল এ ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলব।' এদিকে, মন্ত্রী বনাম বিধায়কের এই আকচাআকচিতে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অনেকেই খোকনের প্রশংসা করে বলেছেন, 'খোকন সাহসী বলেই যা সত্যি তাই বলেছেন। আর তাতেই মন্ত্রীমশাইয়ের গায়ে লেগেছে।' উল্লেখ্য, দলের বিরুদ্ধে মদন মিত্রের বক্তব্য নিয়ে রাজ্য যখন তোলপাড় সে সময় বর্ধমানের বিধায়ক খোকন দাস খোদ রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী সম্পর্কে এই কথা বলায় চর্চা তুঙ্গে উঠেছে। যদিও এদিন পঞ্চায়েত মন্ত্রী জানান, 'মদন মিত্রের বিষয়ে কিছু জানি না। এদিন সকালেই সংবাদমাধ্যম থেকে জেনেছি। রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের এখনো কোনো খবর নেই। কিছু জানানোও হয়নি। অনেক পথই খোলা আছে।' এদিনের সভায় নতুন সভাপতি হয়েছেন আব্দুল মালেক। সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন রাজকুমার সাহানা ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন কাঞ্চন সোম। আব্দুল মালেক এদিন সভায় সুগন্ধী চালের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের ২০% বাড়তি জিএসটি লাগু করা, মিলিং চার্জ বাড়ানো সহ কয়েক দফা দাবি পেশ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে সভায় হাজির ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাড়া, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মেহেবুব মণ্ডল প্রমুখরা।

দেওয়াল লিখন নিয়ে বাম ছাত্র সমর্থকদের সঙ্গে তৃণমূলের বচসা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : আগামী ২ জুন জেলা পরিষদ অভিযানের ডাক দিয়েছে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি। শনিবার খণ্ডঘোষে এই কর্মসূচির সমর্থনে দেওয়াল লিখন ঘিরে তৃণমূলের সঙ্গে রীতিমতো উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর রবিবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কর্মসূচির সমর্থনে দেওয়াল লিখন নিয়ে প্রাক্তন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা খোন্দেকার আমিরুল ইসলাম ওরফে রামিজের সঙ্গে এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক অনির্বাণ রায় চৌধুরীর বাকবিতণ্ডা বাধে। তৃণমূলের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সুজিত চৌধুরী এই দেওয়াল লিখনে এসএফআইকে মদত দিচ্ছে। এই খবর পেয়েই রেজিস্ট্রার ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। এরপরই রামিজের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। অনির্বাণ রায় চৌধুরী বলেন, 'শনিবার রাতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসের দেওয়ালে চুন লাগিয়ে সাইট ফর এসএফআই লিখে যায়। রবিবার সকালে গিয়ে দেখি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বহিরাগতরা ওই জায়গায় নিজেদের সংগঠনের কথা লিখেছে। এসএফআই সমর্থকরা সেই দেওয়ালেই লিখতে গেলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বহিরাগত ছাত্রছাত্রীরা বাধা দেয়। তা নিয়েই ২ পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। যদিও এরপর এসএফআই সমর্থকরা দেওয়াল লিখন করেন। ক্রমশই তৃণমূল আমাদের প্রতিরোধে ভয় পাচ্ছে। এদিন আক্রমণ করতে এসেও তাদের সমবেত বাধায় পিঠঠান দিয়েছে। এটা আমাদের নৈতিক জয়। রামিজ সহ একাধিক প্রাক্তন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা ৫-১০ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ হয়ে যাওয়ার পরও হোস্টেল দখল করে রেখেছে। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল ও অবিলম্বে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে রবিবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দেওয়াল লিখন করা হয়।'

রাজ্যে পঞ্জাবি ভোটারদের সমর্থন পেতে রাজনৈতিক সম্মেলন করতে চায় বিজেপি

উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা : সারা রাজ্যে বেশ কয়েক লাখ পঞ্জাবি রয়েছেন। গোটা রাজ্যে সবথেকে বেশি পঞ্জাবি রয়েছেন কলকাতার ভবানীপুর এলাকায়। এছাড়া হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়েপঞ্জাবিরা এরাজ্যে পাকাপাকিভাবে রয়েছেন। দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের সময় তাঁরা মোদী সরকারের বিরুদ্ধে চলে যান। ভবানীপুরের পঞ্জাবি ভোটারদের এক বড়ো অংশ এখনো তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গেই রয়েছেন। ভবানীপুর বিধানসভার ফলাফলে ভূমিকা রয়েছে পঞ্জাবি ভোটারদের। রাজ্য বিজেপি চাইছে, যেসব জায়গায় পঞ্জাবিরা রয়েছেন, সেইসব এলাকায় পঞ্জাবিদের নিয়ে ১টি করে রাজনৈতিক সম্মেলন করতে। ভবানীপুর বিধানসভায় রয়েছে এখন কমবেশি ১৫ হাজারের মতো পঞ্জাবি ভোটার। দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা এলাকার সব বুথের দায়িত্ব নিয়েই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুর বিধানসভা এলাকায় পঞ্জাবি ভোটারদের এক করতে রাজনৈতিক সম্মেলন করতে চান বলে খবর। রবিবার বুথ স্বশক্তিকরণ অভিযানে বেরিয়ে রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে এরকম পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিন বুথ স্বশক্তিকরণ অভিযান উপলক্ষ্যে এক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'খালসা সম্প্রদায়ের বড়ো অংশের সমর্থন ছিল বিজেপির দিকে। কিন্তু কৃষি বিল নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ায় বিরূপ হয়ে যান। কৃষি বিল প্রত্যাহার হতেই ধীরে ধীরে আবার সেই সমর্থন বিজেপির দিকে ফিরতে শুরু করেছে। যার ফলে অমরিন্দর সিংহের মতো নেতা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। ভবানীপুরে রয়েছেন প্রায় ১৩-১৪ হাজার পঞ্জাবি ভোটার। তাঁদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।' এই লক্ষ্যে কলকাতার৭২ নং ওয়ার্ডে খালসা বিজেপি কর্মীকে ভবানীপুর এলাকায় তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকজন নিয়ে রাজনৈতিক সম্মেলন করতে নির্দেশ দেন শুভেন্দু অধিকারী। নিজেও সেই রাজনৈতিক সম্মেলনে থাকবেন বলে জানিয়ে দেন। বিরোধী দলনেতার কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছেন পবন সিং। তবে মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রে এই ভবানীপুরে কাজ করা যে মোটেই সহজ কাজ নয়, তা মেনে নিয়েছেন। কারণ ভবানীপুর বিধানসভা এলাকায় সিংহভাগ ভোটারের সমর্থন রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। পবন সিং অবশ্য বলেন, '৩০ বছর আগে রাজ্যে খালসাদের সমর্থন ছিল বামফ্রন্টের দিকে। তার আগে ছিল কংগ্রেসের দিকে। আর এখন তৃণমূলের দিকে। তবে দুর্নীতি ও অপশাসন দেখে অনেকে তৃণমূল থেকে বিমুখ হয়েছেন। আর প্রশাসনের ব্যর্থতা, দুর্নীতির কথা তুলে ধরে নিজেদের বিকল্প রাজনীতির কথা বললেই তাঁরা আমাদের মানতে পারেন। শুভেন্দুদার নির্দেশে আমরা রাজ্যব্যাপী সেই কাজ করব।' অন্যদিকে বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেশজুড়ে উন্নয়নের কথা ভবানীপুর বিধানসভা এলাকায় বাংলা, হিন্দি, ইংরিজি, মৈথিলি,গুরমুখি ও গুজরাতি ভাষায় বই আকারে বিলি করা হবে।

মদন মিত্রর ভোল বদল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : তৃণমূল কংগ্রেসের কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র ভোল বদলালেন। শনিবারই তিনি বলেছিলেন, কামারহাটির বিধায়ক পদ ছেড়ে দিতে পিছপা নন। সেই তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই স্বর নামিয়ে বলেন, 'আমাদের একটাই দাবি ছিল, স্বাস্থ্যকর্মী, সাধারণ মানুষ, গরিবের ভরতি ও চিকিৎসা। শনিবারই রোগীর আত্মীয়রা মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে গিয়েছিলেন। সব কাগজপত্র জমা দেন। আজ সকালে সেখান থেকে ফোন পেয়ে মেডিক্যাল কলেজে রোগীর ভরতির ব্যবস্থা হয়েছে। এটাই মমতার সরকারের মুখ। এ কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছি।' শনিবার সন্ধ্যায় কুণাল ঘোষের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতের পরই রবিবার 'ভোলবদল'। রাজনৈতিক মহলের লোকরা বলেন, মদন মুহুর্মুহু রঙ বদলের খেলা দেখান। শুক্রবার রাতে এসএসকেএম হাসপাতালে রোগী ভরতি করাতে না পেরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। আর তা নিয়ে রাতেই হাসপাতালে দাঁড়িয়েই বলেন, 'বাম আমলে এর থেকে ভালো ব্যবস্থা ছিল।' এরপর এসএসকেএমের ডিরেক্টর মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, আইনি পথে তাঁরা হাঁটতে চলেছেন। ভবানীপুর থানায় মদন মিত্র-সহ কয়েকজনের নামে অভিযোগও জমা পড়ে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬ ও ৫০৯ ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়। ২টি ধারাই খুব একটা হালকা নয়। তবে এই অভিযোগ দায়ের হলেও তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ একে 'ক্লোজ চ্যাপ্টার' বলে মন্তব্য করেছেন। অন্যদিকে মদন মিত্রও কুণালের কথার রেশ টেনেই বলেন, 'দলের মুখপাত্র চ্যাপ্টার ক্লোজ বলছেন, তাই আমার আর কিছু বলার নেই। ভবানীপুর থানায় অভিযোগ নিয়ে আমি বলতে পারব না। আমি এগুলো দেখি না। আমার ল'ইয়ার সেল আছে। বলব সেলকে খোঁজ নিতে।' তবে মদন মিত্রর ২দিনের আচরণ দেখে বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'মদনদার নামে তাঁর দল এফআইআর করবে, রাখবে কী বের করে দেবে তা তো আমি বলতে পারি না। এখন তৃণমূলের মুষলপর্ব শুরু হয়ে গেছে। কে কাকে গুলি মারছে, লাঠিপেটা করছে, বাঁশপেটা করছে ওদের পার্টির ব্যাপার। যদুবংশ ধ্বংসের দিকেই যাচ্ছে।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীও বলেন, 'মদন মিত্র তৃণমূলের গ্ল্যামারাস লিডার। সে আগে যা বলেছে ১০০% নয় ২০০% সত্য।' অন্যদিকে সিপিআই(এম) দলের কেন্দ্রীয় কমিটি নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'মদন মিত্র তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে যা বুঝেছেন সত্যটাই বলে ফেলেছেন।' রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আমিও কথা বলেছি। এটা আমরা নিজেরা আলোচনা করে নেব। মদনদা আমাদের অনেক সিনিয়র লিডার। মাথা গরমে করেছেন। ঠিক হয়ে যাবে।'

বিকট আওয়াজের পরই থমকে গেল পুরী-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

সুখবর ব্যুরো : শনিবারই হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কর্মাশিয়াল দৌড় শুরু হয়েছে। রবিবার বিকেল পৌনে ৫টা নাগাদ পুরী-হাওড়া বন্দে ভারত দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এদিন পুরী থেকে ফেরার পথে জাজপুর রোড পেরোতেই ট্রেনটি মাঝপথে আটকে যায়। ট্রেনের ভেতরের মূল আলো চলে যায়। জানা গেছে, এদিন আচমকা এক বিকট আওয়াজ হয়। যা শুনে যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। যাত্রীদের একাংশের বক্তব্য, বাইরে তুমুল প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছিল। সে কারণে সম্ভবত ট্রেনের ওপর বাজ পড়ে। এমনকী চালকের সামনের উইন্ডশিল্ডটিতেও ফাটল ধরেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ট্রেনের ভেতর আসে রেল পুলিশ। আইআরসিটিসি'র এক কর্মী জানান, 'আচমকা এক বিশাল ঝাঁকুনি হয়। ট্রেনের সামনের কাচ পুরো ফেটে গেছে। যা চালকের দেখার ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করবে। সি-৩ আর সি-১২ এর জানলার বাঁ দিকের কাচ ভেঙে গেছে। কেন, কীভাবে এমন হল কিছুই বুঝতে পারছি না।' পরে আরেকটি ইঞ্জিন এসে ওই ট্রেনটিকে হাওড়া নিয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় কেউ জখম হননি। রেল কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সক্রিয় হলেও এই প্রতিবেদনটি লেখা অবধি এ নিয়ে রেলের তরফে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় বালিঘাটে ছাত্রকে মারধর

ভাস্কর বিশ্বাস, হাওড়া : শনিবার দুপুরে ২ কলেজ ছাত্রীকে ইভটিজিং করায় তার প্রতিবাদ করলে উত্তরপাড়ার রাজা প্যায়ারী মোহন কলেজের এক ছাত্রকে দুষ্কৃতীরা বেধড়ক মারধর করে। জানা গেছে, শনিবার কলেজের গেটের বাইরে অপেক্ষারত ২ যুবক কলেজে আসার পথে ও কলেজ থেকে ফেরার সময় সেকেন্ড ইয়ারের ২ ছাত্রীকে অশ্লীল মন্তব্য করে। এ নিয়েই ঝামেলার সূত্রপাত হয়। এরপর বালিঘাট স্টেশনে প্রতিবাদী ছাত্র বিশাল মণ্ডলের ওপর ইভটিজার ও তাদের দলবল চড়াও হয়। ইভটিজিংয়ের শিকার এক ছাত্রী বলেন, 'স্টেশন থেকে নামার সময় ২জন ছেলে উলটো পালটা কথা বলে। তখন কিছু বলিনি। পরে কলেজ থেকে বেরিয়ে দেখলাম ২টো ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে আবার টিটকিরি দিচ্ছিল। আমাদের বন্ধু প্রতিবাদ করলে বচসা ও মারামারি শুরু হয়ে যায়। এরপর লিফটে করে স্টেশনের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর সেখানে প্রায় ৩০-৩৫ জন ছেলে এসে বন্ধু সহ আমাকে মারধর করে। এমনকী খুনের হুমকিও দেয়।' আরেক ছাত্রী বলেন, 'ওইসব ছেলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছিল। পুলিশকেও জানানো হয়েছে।' নিগৃহীত ছাত্র বিশাল মণ্ডল বলেন, '২ বান্ধবীকে টিটকিরি মারতে দেখে কলেজ থেকে প্রতিবাদ করতে গেলে হাতাহাতি শুরু হয়। পরে ইউনিয়নের এক সিনিয়রের হস্তক্ষেপে মিটে যায়। এরপর স্টেশনে গেলে সেখানে প্রায় ৩৫ জন দুষ্কৃতী এসে আমাদের ওপর লাঠি নিয়ে চড়াও হয়। মারধর করে। যারা মেরেছে তাদের আমি ইউনিয়নের দাদাদের ধরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছু করেনি।' এক ছাত্রীর বাবা জানান, 'ছেলেটিকে ওপর থেকে ফেলে দিতে গিয়েছিল। ওর কপাল ভালো। ওর ওপর ছুরিও চালিয়েছিল। ওর কান কেটে গেছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি মেয়েকে আর কলেজে পড়াব না।'

তিলজলায় তরুণীকে গণধর্ষণ ধৃত মহিলা সহ ২ ফুটবলার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : কলকাতার তিলজলায় এক যুবতীকে গণধর্ষণের অভিযোগে নিউটাউন থানার পুলিশ রবিবার লিজা কোলিনস নামে এক মহিলা সহ ঘানার ফুটবল খেলোয়াড় মজেস জুটা (২৪) ও ক্রিস্টোফার নার্সকে (২৮) গ্রেফতার করে। অভিযুক্ত ২ ফুটবল খেলোয়াড় ঘানার বাসিন্দা। তারা কলকাতায় টাকা নিয়ে বিভিন্ন ক্লাবে ফুটবল খেলে। থাকত নিউটাউনেই। জানা গেছে, লিজা মিজোরামের বাসিন্দা। কাজের সূত্রে সে কলকাতায় আসে। সে মেয়েদের ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়ে অসামাজিক কাজ করাত বলে এলাকায় অভিযোগ রয়েছে। সেই সূত্রেই ২ ফুটবলারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সোমবার তাদের আদালতে তোলা হবে। নিউটাউনের এই নির্যাতিতা তরুণী তাঁর পরিচিত অভিযুক্ত লিজার কাছে টাকা ধার চান। অভিযোগ, টাকা দেওয়ার নাম করে ওই তরুণীকে কলকাতার তিলজলার এক বাড়িতে আনে লিজা। সেখানেই লিজা কোলিনসের মদতে ২ বিদেশি ফুটবলার একাধিকবার তাঁকে ধর্ষণ করে। নিউটাউন থানায় দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে ৩জনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে।

অণ্ডালে খুনের অভিযোগ

অগ্নি বন্দ্যোপাধ্যায়, অণ্ডাল, সুবীর রায়, দুর্গাপুর: শনিবার রাত ১১টা নাগাদ অণ্ডালের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের ওয়ার্কশপ শ্রীকৃষ্ণপল্লী এলাকায় পুরোনো বিবাদের জেরে লরিচালক বীরেন্দ্র চৌধুরীকে (৪৮) বাড়ির কাছেই জখম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। বীরেন্দ্রর গলা ও কপালে ধারালো অস্ত্রের দাগ ছিল। তাঁকে রাতেই দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়ার পথেই তিনি মারা যান। মৃতের ছেলে রাজেশ চৌধুরী বলেন, 'প্রতিবেশী বামদেব দাস ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাবাকে খুন করেছে।' অভিযুক্ত বামদেব দাস পলাতক। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বামদেবের স্ত্রীকে অণ্ডাল থানায় আটক করা হয়। স্থানীয়রা জানান, 'মৃতর সঙ্গে অভিযুক্ত বামদেব দাসের স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। তাই মাঝেমধ্যেই বীরেন্দ্রর সঙ্গে বামদেবের ঝামেলা হত।'

বারাকপুরে ২টি পথদুর্ঘটনায় মৃত ৪

প্রতীতি ঘোষ, বারাকপুর : শনিবার রাতে বরানগর ঘোষপাড়া রোডে পথদুর্ঘটনায় টেলি অভিনেত্রী সুচন্দ্রা দাশগুপ্ত (২৯) মারা যান। এদিন শুটিং সেরে র‍্যাপিডো বাইকে করে কলকাতা থেকে ডানলপের দিকে পানিহাটি রেলওয়ে পার্কে তাঁর বাপের বাড়িতে ফিরছিলেন। এ সময় বরানগর ঘোষপাড়া রোডের কাছে এক সাইকেল আচমকা রাস্তা পার করায় র‍্যাপিডো বাইকটি ব্রেক মারে। সেসময় বাইকের পেছনে বসা সুচন্দ্রা পড়ে যান। পেছন দিক থেকে আসা এক লরি তাঁর ওপর দিয়ে চলে যায়।

বরানগর থানার পুলিশ ঘাতক লরিটিকে আটক করে তার চালককে গ্রেফতার করেছে। এ নিয়ে অভিনেত্রীর স্বামী বলেন, 'রাতে সাড়ে ১০টা নাগাদ ওর বাবার সঙ্গে সুচন্দ্রার কথা হয়। ওর মেসো আমাকে ফোন করে থানায় ডাকে। গিয়ে দেখি আমার স্ত্রীর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে।' অন্যদিকে, রবিবার সকালে পানিহাটি আগরপাড়া তেঁতুলতলা মোড়ের কাছে দমকল অফিসের সামনে বিটি রোডের ওপর এক পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে টিটাগড় পুর এলাকার বাসিন্দা নাসিম আলী, রোহিত কেশরী ও করণ সিং মারা যান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দ্রুতগতিতে আসা বাইকটি ধাক্কা মারলে ওই ৩জন বিটি রোডে ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। খড়দহ থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে টিটাগড়ের পুরপ্রধান কমলেশ সাউ মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। পুরপ্রধান জানান, 'সকালে ভূতনাথ মন্দির থেকে পুজো দিয়ে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

দুর্গাপুরে ভুয়ো সেনা আধিকারিক গ্রেফতার

সুবীর রায়, দুর্গাপুর : শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বেনাচিতি সুভাষপল্লি এলাকার এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ভুয়ো সেনা আধিকারিক হায়দার বেগুলিকে দুর্গাপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। ধৃতর কাছ থেকে সেনাবাহিনীর পোশাক, পরিচয়পত্র, ১টি কার্বাইন, ১টি এয়ারগান ও ১টি বাইক উদ্ধার করা হয়। রবিবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক পুলিশ হেফাজতের আদেশ দেন। এ প্রসঙ্গে এসিপি তথাগত পাণ্ডে বলেন, 'ধৃত হায়দার বেগুলির বাড়ি ছত্তিশগড়ে। এখানে সে তার স্ত্রী ও ২ সন্তানকে নিয়ে এক ভাড়া বাড়িতে থাকত। পুলিশি জেরায় হায়দার স্বীকার করে নেয় যে সে ভারতীয় সেনায় চাকরি করে না। তাও সে নিজেকে ভারতীয় সেনা আধিকারিক বলে পরিচয় দিত। কিন্তু এর কারণ সম্বন্ধে সে কিছু বলেনি।'

ভাঙড়ে ফের ৭টি তাজা বোমা উদ্ধার

জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : রবিবার ভাঙড়ের কালেরআইট মাঝেরপাড়ার বাসিন্দা আয়ুব মোল্লার বাড়ির গোয়ালঘর থেকে ৭টি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়। ওইসব বোমা নিষ্ক্রিয় করার জন্য বম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, এদিন সকালে আয়ুব মোল্লার পুত্রবধূ কাঠ আনতে বেরিয়েছিলেন। সেসময় গোয়ালঘরে ১টি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্বশুরকে ডাকেন। আয়ুব আলি ফোন করে পুলিশে খবর দেন। তাঁর বাড়ি লাগোয়া গোয়ালঘরে এক বোমা ভরতি ব্যাগ পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। কে বা কারা ওইসব বোমা গোয়ালঘরে রেখে গেল, তা ভাঙড় থানার পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাকসুদ হাসান জানান, 'তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এর আগেও ভাঙড়ের কয়েকটি জায়গা থেকে বোমা উদ্ধার হয়েছে। এবার সেই তালিকায় ভাঙড়ের মাঝেরপাড়ার নাম জুড়ল।' এ নিয়ে ওই এলাকার উপপ্রধান আলাউদ্দিন মোল্লা বলেন, 'পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর জন্য আইএসএফরা এলাকায় বোমা মজুত করছে।' অন্যদিকে, আইএসএফের রাজ্য কমিটির সদস্য গাজী সাহাউদ্দিন সিরাজি বলেন, 'শাসকদল কী অভিযোগ করছে তাতে আমি কর্ণপাত করি না। এই অভিযোগ পুরো ভিত্তিহীন। আমরা চাই পুলিশ তদন্ত করুক ও দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি দিক।'

আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : শনিবার রাতে বর্ধমান শহরের বীরপুর এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে থাকা দিলীপ রজতকে বর্ধমান থানার পুলিশ আটক করে তার কাছ থেকে ১টি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। ধৃতর বাড়ি বর্ধমান শহরের লক্ষ্মীপুর মাঠ এলাকায়। ডিএসপি(২) হেডকোয়ার্টার রাকেশ চৌধুরী জানান, 'এর আগেও এই যুবক একাধিক কেসে অভিযুক্ত ছিল।'

২টো পা নেই, ব্যবসা করে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই দেবাশিসের

অলক আচার্য, নব বারাকপুর : 'নিজের পায়ে দাঁড়ানো' কথাটা আর ২৯ বছরের দেবাশিসের ক্ষেত্রে খাটে না। ট্রেনের ধাক্কায় ২টো পা'ই খুইয়েছেন। কোমরের পর থেকে দেহের বাকি অংশ আর নেই। চলার সম্বল বলতে এখন তাঁর ২টি হাতই শক্তি। সেই হাত নিয়েই জীবনের নতুন লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন নব বারাকপুর পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের দেবাশিস সরদার। দাঁতে দাঁত চেপে সব প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে এগিয়ে চলেছেন। দেবাশিস এখন ফুলের ব্যবসা করেন। নব বারাকপুর স্টেশনের কাছে রেল লাইনের পাশেই থাকেন। বাড়ির পাশেই রাস্তার ধারে অন্য লোকের জায়গায় ফুলের দোকান চালান। তার জন্য কথাও শুনতে হয়। অন্য উপায় নেই, লোকের কথা শুনেই ফুলের দোকান চালিয়ে যান। প্রতিদিন ভোরে উঠে ট্রেনে করে চলে যান ঠাকুরনগরে। সেখান থেকে ফুল কিনে নিয়ে এসে দোকানে বিক্রি করেন। এটাই তাঁর রোজনামচা। ৫ বছর ধরে এভাবেই লড়াই চলছে। অথচ ৫ বছর আগে তিনিও ২ পায়ের জোরেই চলতেন। দেবাশিস জানান, ১২ ক্লাস পর্যন্ত তাঁর পড়ালেখা। আচমকাই মানসিক অবসাদে ভুগতে থাকেন। জীবনের সব হিসেব যেন মিলছিল না। সকলের অপছন্দের পাত্র হয়ে উঠছিলেন। ১দিন সিদ্ধান্ত নেন এই জীবন আর রাখবেন না। বাড়ি রেল লাউনের ধারে। তাই নিজেকে শেষ করার উপায়ও মাথায় এসে আসে। সকলের নজর এড়িয়ে রেললাইনে চলন্ত ট্রেনের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। তারপর সব অন্ধকার। জীবন তাঁকে একটা সুযোগ দিয়েছে ঠিকই তবে কেড়ে নিয়েছে ২টো পা। আগের থেকেও এ যেন আরো কঠিন জীবন সংগ্রাম। ঘটনার পর অনেকে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও বাস্তবের ছবিটা ছিল একেবারেই আলাদা। অগত্যা ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইটা দেবাশিস নিজেই শুরু করলেন। যে জীবনকে শেষ করার জন্য ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন সেই জীবনকেই পালটা চ্যালেঞ্জ জানালেন। রাস্তার ধারে শুরু হয় তাঁর অস্থায়ী দোকান। সেখান থেকে ব্যবসা করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন। এই জীবন